মহাশোক।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত।

৭৫ নং বিডনষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩১নং গুলু ওস্তাগরের লেন, গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

প্রাণাধিক প্রগাঢ় স্নেহাস্পদ একমাত্র সোদর প্রিয়তম

স্বর্গীয়

শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর

উদ্দেশে—

প্রাণাধিক ভাই !

মরু-ক্ষেত্র মধিয়ায়, সুরভি প্রসূন প্রায়
ফুটেছিলা একদিন সৌরভ বিতরি,
জানেনা জগতবাসী, নীরবে নিভিল হাসি
মধ্যাহ্নে, তপন-কাল দিল শুষ্ককরি।
* জনমিয়া ভূমণ্ডলে, চারিবর্ষ মাতৃ-কোলে
লালিত হইলা ভাই ! আদরে মাতার ;
জ্যৈষ্ঠ মাসে মা আমার, তেয়াগিলা এসংসার
ধরায় জীবন্ত-মূর্ত্তি-স্নেহ-মমতার।
আর চারি বর্ষ-পরে, কাল-জ্যৈষ্ঠ এল ফিরে
হরি নিল পর-উপকারক পিতার

* জন্ম ১২৮১ বঙ্গাব্দের ২১ শে শ্রাবণ; মৃত্যু ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২০ শে জ্যৈষ্ঠ।

পিতৃ-মাতৃ হীন হ'য়ে, পর-স্নেহ শিরে ল'য়ে
অভিন্ন-হৃদয়ে দোঁহে ছিনু এ সংসারে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে, এল কাল-জ্যৈষ্ঠ ফিরে
বিংশতি দিনের রবি ডুবিবার কালে,
কাঁদায়ে আমার প্রাণ, "মহাশোক"-শেল বাণ
হানি দশহরা-দিনে ত্রিদিবে পশিলে।
তোমার স্বপ্নের কথা, মনে হ'লে পাই ব্যাথা,
ত্রিদিব হইতে পিতা নামিয়া ভূতলে
রুগ্ন-শয্যা-পার্শ্বে গিয়া, অঙ্গে হাত বুলাইয়া
আশীর্ব্বাদ করিলেন "চল্ যাই" ব'লে।
পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে, তেয়াগিলা অভাগারে;
তব কাছে আর আমি কিছু নাহি চাই, —
নর-জন্ম কোন কালে, হয় যদি মহীতলে
তোমা হেন ভাই যেন পুনরায় পাই।
সত্য, দয়া, সহিষ্ণুতা, সংযমতা, পবিত্রতা
নির্ম্মল-সাহস, সদা প্রফুল্ল-অন্তর,
একাধারে সমাবেশ; পরনিন্দা-হিংসা-দ্বেষ
পাইতনা স্থান তব হৃদয় ভিতর।
তোমার স্মৃতির হেতু, বিরচিনু এই সেতু
সমালোচকের ভারে থাক্ বা, না থাক্,
দেখিতে চাহিনা তাহা, ভাল মন্দ হ'ক ইহা
সাহিত্য-জগতে খ্যাতি পা'ক্ বা, না পা'ক্।

কেবা আছে এ সংসারে, বুঝাইব আর কারে
কি ভীষণ শেল হানি গিয়াছ চলিয়া
এবে একা এধরায়, সংসার-সাগরে কায়
স্রোত-অনুযায়ী হায় ! দিনু ভাসাইয়া।
কর্ম্ম-পাশে যত কাল, থাকিব এ মহীতল
তোমার অভাব আমি আজীবনে ভুলিবনা।
যদি কোন কালে ভাই ! নিষ্কাম-সাধনা পাই
তবুও তোমার ধ্যান কদাচিত ছাড়িবনা।
যথা থাক, সুখে থাক, হৃদি মন ভ'রে রাখ
অমর-বাঞ্ছিত তব রূপ-গুণ দিয়া
মম স্নেহ চিরকাল, ছিঁড়ি মায়া-মোহ-জাল
আশীষ করিবে তোমা ত্রিদিবে পশিয়া।

মঘিয়া।
১৩০৩ বঙ্গাব্দের
২০শে জ্যৈষ্ঠ—

তোমার
হতভাগ্য
দাদা—



মহাশোক।



প্রথম উচ্ছ্বাস

আত্মহারা।

১

উন্মাদের মূল তুমি অশান্তি-আকর,
মহাশোকে ব্যাপ্ত তুমি বিশ্ব চরাচর ;
প্রথম উচ্ছ্বাসে শোকে, "আত্মহারা" হয় লোকে,
বাড়বাগ্নি প্রায় দহে হৃদয় সাগর,
মন, চিন্তা নাহি পায়, ভাবিতে ভাঙ্গিয়া যায়,
ছেলে খেলা প্রায় যেন মানব অন্তর।
কে তুমি ? কেন বা দল হৃদয়-গহ্বর ?

২

নাহি হাস নাহি হেরি রোদন তোমার,
একি হেরি অপরূপ কুটিল আচার ;
বীভৎস মূরতি ধরি, কেন আসি ধীরি ধীরি,
বিভীষিকা হৃদয়েতে দেখাও ত্বরিত,
ভুলে যাই সব কথা, কিছুনাই হৃদে গাঁথা,
অকস্মাৎ চলি যায় উড়িয়া সম্বিত,
কি যেন কি ছিঁড়ে যায় হৃদয় স্তম্ভিত !

৩

অসাড় অবশ তনু তব আগমনে,
নির্ব্বাপিত বীর্য্য-বহ্নি তোমার শাসনে,
অদম্য উৎসাহ, বল, চতুরতা, সুকৌশল,
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, বিবেচন,
একেবারে মানবের, লুপ্ত হয় অন্তরের,
একাগ্রতা সংযমতা নির্ব্বেদ সাধন,
দপ্ করি নিভে যায় প্রদীপ যেমন !

৪

নিরাকার আকার সাকার রূপধরি,
নিজ শিব চরণে দলহে দিগম্বরি !
নাহি ভাব ইষ্টানিষ্ট, সবাকার তুমি শ্রেষ্ঠ,
মহাশোক-শেল-ধারী জীবের হৃদয়ে,

নৃত্য কর কুতূহলে, বিনাশিয়া বুদ্ধি-বলে,
শাণিত কৃপাণ ধরি হুঙ্কারি নির্ভয়ে,
কেন সশঙ্কিত হই অয়ি বরাভয়ে!

৫

মহাশক্তি হ'তে মহা বিদ্যার সঞ্চার,
আদ্যাবিদ্যা কালীরূপা হয় অবতার;
মহাশোক হ'তে তুমি, বাহিরাও রঙ্গভূমি,
মানব-হৃদয় খানি করিতে দলন,
দশেন্দ্রিয় ছয় রিপু, খণ্ড খণ্ড করি বপু,
গলে মাল্য পরি কর অপূর্ব্ব সাজন,
আদ্যাবিদ্যা-আত্মহরা করহ নর্ত্তন!

৬

দুরু দুরু করি হিয়া কাঁপে থর থর,
বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে ফাটে হৃদাম্বর,
ইতি কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি, সরলতা, চিত্তশুদ্ধি,
তবাগমে কোথা যায় অধীর হইয়া,
মহাশোক প্রাপ্তে প্রাণ, শান্তি টুকু করি দান,
হায় শান্তি! বলি যেন উঠয়ে ক্ষেপিয়া,
নাহি সদসৎ জ্ঞান বেড়ায় ছুটিয়া!

৭

অতীন্দ্রিয় ত্রাস, ক্ষোভ, হরষ, প্রণয়ে,
ধারণা অতীত হয় মানব হৃদয়ে,
সেই কালে অধিকার, কর তুমি হৃদাগার,
আকুল করিয়া ফেল মানব পরাণ,
মনুষ্যত্ব লোপ করি, ল'য়ে যাও আত্মা হরি,
দেখিতে শুনিতে কিছু পারে না তখন,
তেঁই আত্ম-হারা নাম করিনু প্রদান।

৮

বিরাট বিশ্বের ছবি শুধু শূন্য ময়,
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তর শূন্য ভিন্ন নয়;
এ অনন্ত মহাশূন্য, উপলব্ধি তব জন্য,
নিরাকারা আত্মহারা উন্মাদ প্রকৃতি,
তোমার কারণে নর, শূন্য হেরে চরাচর,
মিলায় অনন্ত শূন্যে, দর্শন প্রভৃতি,
মহাশূন্যে ক্ষুদ্র প্রাণ, শূন্যে স্মৃতি ধৃতি!

৯

রমণীয় উপবন সৌন্দর্য্য-মেখলা,
সুনীল চাঁদোয়া-পরি পূর্ণ শশিকলা;
স্বপতি প্রভাত জানি, হাসি মুখী ঊষারাণী,
কিম্বা দ্যুতিমান সেই মধ্যাহ্ন-তপন,

কিম্বা সে নীরদ মালা, কিম্বা সে চাতক খেলা,
অথবা সে সৌদামিনী কটাক্ষ ক্ষেপণ,
ভাল নাহি লাগে যবে আত্মহারা মন।

১৫

উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি যাঁহার আজ্ঞায়,
মহান্ শকতি সেই পঞ্চভূতাশ্রয়,
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন, ত্রিগুণ যাহাতে লীন,
হেন জন অন্তরেতে নাহি পায় স্থান,
আত্মহারা যবে আসি, সুখে হৃদাসনে বসি,
জীবে করে অশান্তির কুফল প্রদান,
"বিষাদ"—বিভোর-হৃদি কালিমা সমান।



দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

—:o:—

বিষাদ

১

উত্তাল তরঙ্গ তুলি ভৈরব গর্জ্জনে,
মহাশোকে আক্রমণ কর তুমি মনে ;
তেয়াগিলে আত্মহারা, বিষাদেতে বুক ভরা,
হয় নর মহাশোকসাগরে ডুবিলে,
সে বিষাদ কত ছলে, হৃদিমাঝে কত খেলে,
কত বলে শুনা যায় মরমে পশিলে,
কঠোরতা ভেসে যায় তাহার হিল্লোলে।

২

উন্মূলিত করি তোল উৎসাহ-ব্রততী,
সঞ্জীবনী শক্তি ক্ষীণা মতি মন্দাগতি ;
ছুটে লক্ষ্য, টুটে বল, হৃদি করে টল মল,
চঞ্চল পরাণ হয় তব আগমনে,

কি জানি কেমন হয়, কিছু যেন ভাল নয়,
যেই দিক্ নিরীক্ষণ করি দুনয়নে,
অঘোর-কালিমা-ছায়া ব্যাপিত ভুবনে।

৩

মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে যবে হও বেশ ধারি,
অধিষ্ঠান কর আসি হৃদয় উপরি,
নীলবর্ণা রূপা হেরি, তারা রূপী ভয়ঙ্করী,
নিরুৎসাহ-ব্যাঘ্রছাল পরিধান করি,
ভূজঙ্গ-ভূষণ সম, মালিন্য গভীর তম,
খড়গ-কাঁতি মানসিক-যন্ত্রণাদি করি,
নিরানন্দ-নীলপদ্ম দুই ভুজে ধরি ;

৪

মুণ্ড-খর্প, মুখম্লানি-চিত্তগ্লানি আদি,
আর দুই করে তব শোভে নিরবধি।
পঞ্চ-অৰ্দ্ধচন্দ্র-ভালে, পঞ্চ-প্রাণ সদাজ্বলে,
ঘোর বেশে দেখা যবে দেও হৃদয়েতে,
কাঁপে হৃদি থর থর, কাঁপে প্রাণ কলেবর
সাক্ষাৎ দ্বিতীয়া-বিদ্যা তারা আকারেতে
নিরাকার-আকার, সাকার কল্পনাতে।

৫

অমার নিশার মত ঘোর অন্ধকার,
আন কর রে বিষাদ! পশি হৃদাগার,
কিছু না হেরিতে দাও, কিছুনা দেখিতে পাও,
শুধু চারিদিকে যেন অভেদ্য আঁধার,
নিবিড় তিমির জালে, ঢেকে ফেল এক কালে,
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, জ্ঞান, সহস্রার
মহা-যোগ ভঙ্গ কর পরম-আত্মার।

৬

যেমন গগন-তল নীরদ-মালায়,
বরিষার কালে যেন ধীরে ঢেকে যায়,
প্রতিভাত সৌর-কর, হয়না ধরার পর,
পারেনা করিতে ব্যক্ত সম্পূর্ণ আভায়,
প্রগাঢ়-বিষাদ-ঘন, ঢাকে যবে হৃদি-মন,
জ্ঞানের বিমল-জ্যোতি প্রকাশ না পায়,
প্রতিভাত নাহি হয় মধুর আভায়।

৭

বিশাল-বারিধি-বক্ষ মহা-বাতাঘাতে,
আন্দোলিত হয় যবে ঘোর-ঝঞ্ঝাবাতে,
সফেন-তরঙ্গ-মালা, সাগরেই করে খেলা
বেলা-ভূমি স্পর্শি পুনঃ সাগরে মিলায়

না ডুবায় ভূমণ্ডল, না ডুবায় সর্ব্বস্থল,
প্লাবন-পীড়ন যেন জলধি ধরয়,
তোমার পীড়ন হৃদি ধারণ করয়॥

৮

অরুন্তুদ রোদনের মূর্ত্তিমতী কায়া,
তুমি হে বিষাদ! ঘোর নীলিমার ছায়া;
আলুথালু দিশে-হারা, যেন রে পাগল-পারা
নীরবে ফাটিয়া যেন পড়ে নেত্র-নীর,
নিভৃতে নীরবে পশি, কেড়ে লও সুধা হাসি,
কেড়ে লও মধুরতা সন্তোষ রাশির;
নিভে যায় এক ফুঁয়ে হাসি প্রকৃতির।

৯

অবসন্ন হয় তনু, দারুণ পীড়নে,
রুদ্ধশ্বাস, রে বিষাদ! তব আগমনে;
ভূক্ত-ভোগী বিনা পরে, অন্যে না জানিতে পারে
কল্পনা-অতীত-ছবি তোমার মূরতি;
হৃদি-তন্ত্রী ছিঁড়ে যায়, কান্দিতে কান্দিতে হায়!
এমন (ই) পাষাণ-ময়ী তোমার প্রকৃতি;
দর্শনে দর্শন দেয় অশ্রু দ্রুতগতি।

১০

পরিপূর্ণ হয় বক্ষ দারুণ প্লাবনে;
থেকে থেকে কাঁপে হিয়া তরঙ্গ পীড়নে।
কেন যে এমন হয়, তরল-তরঙ্গ-চয়,
কেন যে হৃদয় দলে দারুণ-দলনে,
কেহ না বলিতে পারে, বিষাদ! সুধাই তোরে,
তুমিই বলিতে পার কাতর-বচনে
"অভাব"—বিজলি খেলে তোমার নয়নে॥



তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

——:(০):——

অভাব।

দারুণ অভাব-বোধ তৃতীয় দশায়,
মহাশোকে পরিব্যক্ত জীব-হৃদে হয়;
সার রত্ন-মহামণি, তেয়াগি জগৎ-খনি,
কোথা যেন চলি গেছে সীমান্ত বাহির;
উলটি পালটি ফিরে, স্ব-কক্ষে ভূবন ঘুরে,
চিরকাল খুঁজে নিধি সাক্ষী সে মিহির,
দারুণ অভাব-বোধ দুঃখিনী পৃথ্বির।

২

জ্বলন্ত পাবক তুল্য মরমে পশিয়া,
ভস্মীভূত বিশ্ব নিয়া বেড়ায় নাচিয়া;
তাথেই তাথেই থেই, মুখে বলে কিছু নেই
শূন্য বিশ্ব, শূন্য ভস্ম, মহাশূন্য সার,
রিমি ঝিমি কয়ে কায়, কি যেন কি হৃদি চায়,
বুঝেনা ভাবেনা মন শুধু হাহাকার,
রে অভাব! কি ভীষণ আকার তোমার!

৩

কাঁন্দেনা হাসেনা প্রাণ না স্ফুরে বচন,
কাঁপে হৃদি ঘন ঘন জর্জ্জরিত মন;
বীভৎস-ভাবনা-ভরা, ছায়ায় মিলায় তারা
ছায়ায় ছায়ায় মিলি গভীর আরাব,
ধূঃধূৎকার বিস্ফুরণ, করে ছায়া ঘন ঘন,
ছায়ার ধুৎকারে লুপ্ত কায়ার স্বভাব,
উপলব্ধি করে হিয়া দারুণ অভাব।

৪

পরিষ্কার, শূন্যময়, বিশ্ব-চরাচর,
রক্ত-হীন, মংাস-হীন, কঙ্কাল-আকার,
দীন-নেত্রে অনিবার, বিলোকন করিবার
শকতি নাহিক ধরে আতুর-হৃদয়ে,
চঞ্চল করিয়া তুলে, জীবনী-শক্তির মূলে
দারুণ অভাব শুধু উপনীত হয়ে,
স অভাব নাহি পুঁরে বিশ্ব বিনিময়ে।

৫

শূন্য রূপী রক্ত বস্ত্র পরিহিত হয়ে,
রাজ রাজেশ্বরী রূপে দাঁড়াও হৃদয়ে,
পাশাঙ্কুশ-ধনুর্ব্বাণ. অস্থিরতা-আত্মদান
উদ্বেগ-অশান্তি, চারি করে শোভা করে,

ভালে সুধাকর-কলা, আতুর প্রাণের জ্বালা
ভয়ঙ্করী উগ্রামূর্ত্তি হৃদয় মাঝারে ;
কল্পনায় ভয় পায় হেরিতে তোমারে।

৬

দলিয়া হৃদয় মন কর ছারখার,
শূন্যে ফেলি শূন্য দেও শূন্যের আকার,
নাহি ক্ষমা, নাহি দয়া, নাহি স্নেহ, নাহি মায়া,
গেছে সব মিলাইয়া শূন্যের মাঝার
আত্মদানে ভূলি হৃদি, ভাবে তোমা নিরবধি
কর্ত্তব্য সাধিয়া শোককর অবিচার,
মহাযোগ ভঙ্গ কর পরম-আত্মার।

৭

ঘোর-ঘন-ঘটা যেন গগনের গায়,
তড়িত জড়িত হ'য়ে ভাসিয়া বেড়ায়,
অন্তর্লীন বিদ্যুদ্দাম, সাধিয়া স্বকীয় কাম
শ্রবণ-ভৈরব-রবে হুঙ্কারে সঘনে
সে বিষাদ এ হৃদয়ে, অভাব জড়িত হ'য়ে

ভেসে যায় মুহুর্মুহুঃ কর্কশ-ঘর্ষণে
মর্ম্মভেদী রবে বিশ্ব কাঁপায় সঘনে

৮

নাচাহে স্বর্গের সুখ, নন্দন-কানন,
পারিজাত, কল্পতরু, বাসব-আসন,
শান্তিহীন, তৃপ্তিহীন, আতুর, কাতর, দীন
বিনিময় নাহি মিলে অনন্ত জগতে,
হাহাকার সদা উঠে, সীমান্তরে ছুটে ছুটে
খুঁজে মরে মুহুর্মুহুঃ স্বরগ মরতে,
সে অভাব হায় নাহি পুরে কোন মতে।

৯

মহা প্রলয়ের সনে যদিও কখন,
নিভে যায় কাল স্রোতে রবির কিরণ;
কাল-স্রোতে নির্ব্বাপিত, হয় যদি শত শত
দ্যুতিমান নাক্ষত্রিক জগত নিকর,
মর্ম্মভেদী খরতর, অভাবের তীব্র-কর,
দপ্ দপ্ জ্বলে যাহা হৃদয় ভিতর,
তবুও নিভিবে কিনা জানেন ঈশ্বর !

১০

উপেক্ষা-প্রতীক্ষা-হীন-নীরব-দাহনে,
তিতিক্ষায় ভস্মীভূত করহ দর্শনে।
নাহি মানে উপরোধ, নাহি শুনে অনুরোধ
উদ্ভ্রান্ত অন্তর পূজা করে অতিথির;
অভাব-অতিথি ল'য়ে, তাণ্ডবে উন্মত্ত হ'য়ে
সীমা হ'তে সীমান্তরে ছুটে পৃথিবীর
জাগায় হৃদয়ে ছায়া "অতীত-স্মৃতির।"



চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

অতীত-স্মৃতি।

১

চঞ্চল হইয়া চিত্ত ছুটে অবিরত,
কুড়াইয়া আনে যত ঘটনা বিগত;
রুদ্ধ পথছেড়ে দেয়, কবাট খুলিয়া নেয়
প্রণষ্ট জীবন-লীলা প্রত্যক্ষ দেখায়,
থেকে থেকে একে একে, হৃদয়েতে উঠে ডেকে
প্রত্যেক ঘটনাবলী জ্বলন্ত কথায়,
অতীত-স্মৃতির সেই তাপিত আভায়।

২

তপ্ত-স্মৃতি প্রজ্জ্বলিত উলুকার ন্যায়,
জ্বলিয়া জ্বালায়হৃদি উত্তপ্ত আভায়,
দগ্ধকরে অন্তরের, দগ্ধকরে মরমের
অন্তস্তল, তীব্রতর দারুণ জ্বালায়,
অতীত প্রত্যক্ষ করি, বর্ত্তমান লয় হরি
ভবিষ্যৎ দূরে ফেলে আঁধার গুহায়,
অধীর পরাণ ফিরে ধ্যানের ছায়ায়।

৩

পরিষ্কার "ছায়া-পথ" গগনের গায়,
মিলন করেছে যেন সীমায় সীমায়,
গভীর তিমির-জালে, ঢেকে ফেলে যেইকালে
সুনীল গগন-বক্ষ, নিশার কৃপায়,
"দেব-বর্ত্ম" দেখাদেয়, গ্রথিত হারের ন্যায়
থরে থরে পুঞ্জ পুঞ্জ তারার মালায়,
অতীত-স্মৃতির পথ শোকার্ত্ত-মাথায়।

৪

চিন্তায় মুহূর্ত্ত স্মৃতি জড়িত হইয়া,
বিহ্বল করিয়া তুলে মরমে পশিয়া;
উত্তপ্ত-গভীর-শ্বাস, দুরন্ত-হৃদয়োচ্ছ্বাস,
রেখে দেয় অতি দূরে, হিয়ার মাঝারে,
কভু টেনে আনে যেন, রুদ্ধ কণ্ঠ-বাক্-মনঃ
ভাবিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নিকটে কি দূরে,
জানেনা যে কি জাতীয় যাতনা ভিতরে।

৫

তুমি হে অতীত-স্মৃতি! শিরায় শিরায়,
লক্ লক্ লেলিহান অনলের ন্যায়,
তীব্র-তাপে অবিরত, রক্ত-কর বিগলিত,
বিষাদ-তুষার দ্রব তোমার আভায়,

মুক্ত-নেত্র-দ্বার দিয়া, অশ্রুরূপে বাহিরিয়া,
তোমার তাপের তত্ত্ব জগতে জানায়,
ব্যথিত পরাণ কাঁদে ব্যথীর ব্যাথায় !

৬

যে মুহূর্ত্ত চিন্তাসনে বিজড়িত হও,
অতীতের ছায়া যবে মানসে ফলাও,
স্থির-সুখ-স্বপ্ন-ছায়া, কিঞ্চিৎ এলা'য়ে কায়া,
ফুকারি মোহনারাবে কেন্দে ভেসে যায়,
অনন্ত দুঃখের মাঝে, ক্ষণিক সে ছায়া রাজে,
শ্রান্ত-পান্থ-তৃষ্ণা বৃদ্ধি মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
শোকার্ত্তের শোক বৃদ্ধি স্মৃতির মায়ায় ।

৭

ছায়ারূপী পীতবাস পরিহিত হয়ে,
ভুবনেশ্বরীর ন্যায় উর হে হৃদয়ে ;
গত-সুখ-স্বপ্নচয়, আভরণ মণিময়,
ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-অতীত, নয়ন;
স্মৃতির বিলোল-কর, সুধা-রশ্মি বক্ত্র'পর,
পাশাঙ্কুশ—আত্মা-মন-সুতীব্র-দহন,
বরাভয়—শান্তি-সুখ-অতীত-স্মরণ ।

৮

কথা, কর্ম্ম, রূপ, গুণ, সে স্বর নিক্কন,
সেই হাসি, সেই মুখ, সুকেশ চিক্কন,

সেই স্নেহ, ভালবাসা, সে প্রাণ-তোষিণী-আশা,
ভরসা-সরিৎ সেই সংসার-মরুর,
মোহন-প্রকৃতি-লীলা, হাসি-কান্না-মাখা-খেলা,
শৈশব কৈশোর সেই উজ্জ্বল মধুর,
সুস্পষ্ট দেখাও তুমি হে স্মৃতি-মুকুর!

৯

ঘোর-তম-সমাচ্ছন্ন-গভীর-নিশীথে,
দুর্নিরীক্ষ্য জড়বস্তু যবে অবনীতে,
ধরণীর শিরদেশে, যদ্যপি শশাঙ্ক হাসে,
নির্নিমেষ কর তার হয় বিকশিত,
দেখা যায় সর্ব্ব স্থল, নগ-নাগ-ভূমি-জল,
সুবিমল জোছনায় হ'য়ে উদ্ভাসিত,
তোমার কৃপায় হেরি ঘটনা-অতীত!

১০

বিন্দু বিন্দু জল বিম্ব হইয়া সঞ্চিত,
ভূধর-গহ্বরে যথা হ'য়ে একত্রিত,
আলোড়ি গুহার দ্বার, বেগে হ'য়ে আগুসার,
অবিরত নীর-স্রাবী হয় প্রস্রবন,
কিম্বা নির্ঝরিণীরূপে, গিরি কূপে চুপে চুপে,
উছলিয়া বারিহয় অজস্র পতন;
স্মৃতি-উৎস ফাটি পড়ে "বিলাপ" তেমন।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

—— ০:(০):০ ——

বিলাপ

১

অকস্মাৎ খুলে যায় হৃদয়ের দ্বার,
মুক্ত, রুদ্ধ-কণ্ঠ-বাক্ কৃপায় তোমার,
অবরুদ্ধ-দুঃখ-ভরা, ডুবায় স্বরগ-ধরা,
মর্ম্মভেদী সকরুণ আর্ত্তনাদ দানে,
কাতর আরাব গিয়া, ব্যোম-মার্গ বিদারিয়া,
ত্রিদিব টলায় পশি নন্দন-কাননে,
থর থর কাঁপে বিশ্ব বিলাপ ক্রন্দনে।

২

ভৌতিক জগত স্তব্ধ করুণা আরাবে,
অদ্রিদল দ্রবীভূত সে বিলাপ রবে।
ক্রমনিম্ন-সমতল, ভূমি পরে যেন জল,
গড়াইয়া যায় চলি নিম্নতম দেশে,

কাতর বিলাপ গিয়া, শ্রবণ-বিবর দিয়া,
গড়াইয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে পশে,
বিগলিত করে হিয়া সকরুণ ভাষে!

৩

বিলাপ! আলাপ তব করুণা মাখান,
লক্ষ্য করি ভবিষ্যৎ, ভূত, বর্ত্তমান,
বিনাইয়া কত ছান্দে, আতুর পরাণ কান্দে
কত কথা, কত ব্যথা জগতে জানায়,
অধীর আকুল হৃদি, ফাটি পড়ে নিরবধি,
সকাতর-বাণী-স্রাবী-বিলাপ-মালায়,
পাষাণও গলে যায় সে আরাবে হায়!

৪

কান্দ বিশ্ব চরাচর জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
দেবগণ সহ কান্দ শচী আখণ্ডল,
তরু গুল্ম লতা রাজি, অভ্রভেদী অদ্রি আজি
একতানে সকাতরে করুণা রোদনে,
স্বরগ-সোপান-খানি শ্মশান-চিতার-খনি,
ভাসাও নয়নাসারে তাপ নিবারণে,
বিলাপ! আহুতি দাও চিতার আগুনে।

৫

ভেদি অদ্রি নদী ধায় সাগরের পানে,
ভাসে স্রোতে শিলাখণ্ড তটিনী-তুফানে,
ভেদি হৃদি-মর্ম্ম-স্থান, নিঃসৃত বিলাপ-তান,
ভাসায় কাঠিন্য-শিলা করুণা-তরঙ্গে,
সমীর-সাগর পানে, ছুটিয়া কাতর প্রাণে,
মিলায় অনন্ত-বক্ষে মহাশূন্য সঙ্গে,
মহাকাল শিহরয় মহাশান্তি ভঙ্গে !

৬

প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কর বারিধির জল,
আকর্ষিয়া বায়ু-বক্ষে সৃজে ঘন-দল,
করকা সম্পাত হ'য়ে, কিম্বা বৃষ্টি বরষিয়ে,
গাঢ় কাদম্বিনী-কুল হয় লঘুতর,
মহাশোক আকর্ষিয়া, দেহের শোণিত নিয়া,
গভীর বিষাদ সৃজে হৃদয় ভিতর,
বিলাপ বর্ষণে লঘু, দুঃখ-গাঢ়তর !

৭

লজ্জাহীনা, ভয়ঙ্করী, দিগম্বরী-বেশে,
ভৈরবী আকারে দেখা দেও মুক্ত কেশে,
এলায়িত কেশ-পাশ, উচ্ছ্বাস সে অট্টহাস,

বিষাদ-শোণিত-ধারা সদা স্কন্ধে গলে,
করুণা-রুধির দিয়া, রক্তবর্ণ কর কায়া,
ত্রিলোচন—ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান-কালে,
নেত্রাসার-ফোঁটা-ফোঁটা—মুণ্ড-মালা-গলে।

স্ফুট-বাক্—আভরণ বিলাপ তোমার,
কণ্ঠের কাতরস্বর ভালে সুধাকর,
অক্ষমাল্য করতলে, বেদনা মরম-স্থলে,
বরাভয়—রুদ্ধ-শ্বাস-দুঃখ-নিঃসরণ
শোভে আর দুই পাণি; ভৈরবী-বিলাপ-ধ্বনি!
বিত্রাসিত বিদ্রাবিত কর আত্মা-মন,
অভিষিক্ত কর নীরে নিসর্গ-নয়ন।

৯

মৃদুল আকুল তান বিলাপ তোমার,
চিতাভস্ম উড়াইয়া ফেলে চারিধার,
দিগঙ্গনা কুড়াইয়া, আনি ভস্ম আহরিয়া,
কান্দিয়া কান্দা'য়ে যায় কাতর কথায়,
অধীর হৃদয়-বান, শুনি সে ললিত তান,
আকুল হইয়া উঠে মরম ব্যথায়,
অবিরল গলি অশ্রু বুক ভেসে যায়।

১০

অস্পষ্ট কাতর স্বর বিলাপ মালার,
গভীর আক্ষেপ বহি দুঃখ দুর্নিবার,
বায়ু-কোষ বিদারিয়া, শূন্যেতে মিলায় গিয়া,
মহাকাল সনে কেলি করে অবিরত,
অনন্ত ব্যোমের কোলে, সৌম্য-শান্ত-ভাবে দোলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি প্রায় নীরব সতত,
এদিকে "সন্তাপানলে" দগ্ধ হয় চিত।



ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

—:(০):—

সন্তাপ।

১

রে নিঠুর! নিদারুণ আচার তোমার,
পোড়াইয়া হৃদিখানি কর ছার খার,
মায়া-দয়া-ক্ষমা হীন, সমভাবে ধনী-দীন
বিদগ্ধ, পতিত যেই তোমার আহবে,
বিন্দুমাত্র তন্তুতার, রাখনারে ক্রূরাচার,
খলের প্রকৃতি-খেলা যেমন এভবে,
অন্তঃসার ভস্মীভূত দেখাদাও যবে।

অবরুদ্ধ বহ্নিস্রাব আগ্নেয় গিরির,
গর্জ্জিয়া কাঁপায় ঘন শৈলেন্দ্র-শরীর;
ঊর্দ্ধমুখী-অগ্নি-নদী, অদ্রি-হৃদি নিরবধি,
আলোড়ি ছুটিয়া ভ্রমে গহ্বর-শিখর,

তরল অনল-স্রোত, গুহাশায়ী ধাতুযত
বিগলিয়া মুহুর্মুহুঃ গরজে বিস্তর,
সন্তাপ-অনল-নদী হৃদয়ভিতর!

৩

আকাশ পাতাল জোড়া ঘোর আয়তন,
প্রজ্বলিত শিখা উঠে ভেদিয়া গগন,
মন-প্রাণ-মর্ম্ম ফাটি, ঝঙ্কা ঝঙ্কা হঙ্কা ছুটি,
দলকে দহিয়া ভস্ম করে ত্রিভুবন,
দাউ দাউ ধূ ধূ ধূ ধূ, নিরবধি জ্বলে শুধু,
বিশ্বগ্রাস অভিলাষে দৃপ্তহুতাশন,
চিরকাল জ্বলে আর নিভেনা কখন!

৪

প্রাণ-খোলা হাসি রাশি জনমের মত,
হে সন্তাপ! তব তাপে হয় ভস্মীভূত,
মনভোলা-আশামালা, সাহস হৃদয়-ঢালা,
উদ্যম-উদ্যোগ-কার্য্যে পুড়ে ছাই হয়,
জনমের মত হায়! নাহি ফিরে পুনরায়,
আর না মাতায় মন-পরাণ-হৃদয়,
জন্মশোধ চলিবায় ত্যজিয়া নিলয়।

প্রধূমিত চিতা-বহ্নি শ্মশান ছাড়িয়া,
মরু-বাহি—"শিরকোর" পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
বেগে নেত্র-দ্বার দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশে গিয়া,
পরশে শুকা'য়ে যায় নয়নের নীর,
ভাঙ্গে বায়ু বক্ষস্থল, জ্বলে হৃদে চিতানল,
অনন্ত কালের তরে গরজে গভীর,
বিদগ্ধ-হৃদয়-চিতা, শ্মাশন-শরীর।

৬

দ্বাদশ আদিত্য উদি গগনের গায়,
প্রলয়ের কালে যেন কিরণ ছড়ায়,
উত্তপ্ত ময়ূখমালা, দিশদিক্ করি আলা,
তরু-গুল্ম-লতা সহ বিশ্ব ভস্ম করে,
দগ্ধ-মরু-শ্মশানেতে, রবিগণে সম্ভাষিতে,
নগ্ন-দিগঙ্গনা গণ ঘোর নৃত্য করে,
পাঁজর ঝাঁঝর হয় সন্তাপের করে।

৭

া-কোকনদ বরণ তোমার,
ছিন্নমস্তা রূপী হও ধরিয়া আকার,
মুণ্ড-অস্থি-মালা গলে, ঝাঁঝর-পাঁজর দোলে,
দাহিকা-শকতি-খড়্গ শোভে করতল,

দয়া-বাস পরিহরি, ঘোর উগ্রা দিগম্বরী,
আকাশ-পাতাল—কায়, কটি-ধরাতল,
নৃ-মস্তক-ভক্ষ্য-দ্রব্য—হৃদি-মর্ম্ম-স্থল।

৮

ঘোরজ্বালা-শশিকলা ললাট উপর,
ধ্বক্ ধ্বক্ প্রজ্জ্বলিত হয় নিরন্তর ;
দুরন্ত-হুতাশ-শিখা, শিরোপরি জটারেখা,
ঘন-দীর্ঘশ্বাস—নাগ-যজ্ঞ-উপবীত,
অশান্তি অসুখ দ্বয়, ডাকিনী যোগিনী হয়,
তৃষাতুরা সখী দুটী ছুটে অবিরত,
তব স্কন্ধে গলি রক্ত শুকায় ত্বরিত।

৯

টলমল হৃদি-মহী চরণের দাপে,
ক্ষণে ক্ষণে মেরুদণ্ড সহ কায়া কাঁপে ;
উজ্জলিছে ত্রিনয়ন, ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান,
বিরাট বয়ান অগ্নি করি উদ্গীরণ
নিদারুণ পিপাসায়, বিশ্বের শোণিত খায়
নিজ শির অবশেষে করিয়া ছেদন,
ত্রিগুণ-ত্রিধারা পিয়ে সহ সখীগণ।

১০

অবিরল তুষানল দহে মনঃ-প্রাণ,
সধূম চিতার বহ্নি পশি মর্ম্মস্থান,
একবার এসংসারে, আরবার স্বর্গদ্বারে,
ঘূর্ণিবায়ু সনে ফিরে ভস্মরাশি ল'য়ে—
ধূম-হুতাশনে মিলি, হৃদে করে কোলাকুলি,
চিদাকাশ ভরি উঠে "হা" "হুতাশ" চয়ে,
"কাতরতা" কম্পমান হয় এ সময়ে।



সপ্তম উচ্ছ্বাস।



কাতরতা

দারুণ দুর্ব্বল দেহ চলেনা চরণ,
অবরুদ্ধ হয় কণ্ঠ না সরে বচন ;
কাঁপিয়া কাঁপায় ঘন, জড়িমা-জড়িত-মন,
তেজহীন হীনশক্তি অসাড় অবশ,
ঢ'লে ঢ'লে পড়ে কায়, বুকফাটে পিপাসায়,
দুর্নিবার যাতনায় উদ্যম অলস,
দীপ্তি হীন নেত্রদ্বয় বদন বিরস।

২

তরল ধাতব-স্রোত ভূগর্ভে প্রবাহি,
আলোড়িয়া সে গহ্বরে কাঁপায় এ মহী ;
কিম্বা শ্রমে সকাতর, শিরে ধরা নিরন্তর;
অনন্ত-নাগের ফণা করে টলমল,

ভূমিকম্পে থর থর, কাঁপে বিশ্ব চরাচর,
কাতরতা-স্রোতে কাঁপে হৃদয় দুর্ব্বল,
দেহের শকতি-কণা অধীর বিহ্বল।

৩

শারীরিক মানসিক গ্লানি রাশি নিয়া,
কাতরতা! হৃদি কোলে পড় এলাইয়া,
শ্লথ হয় গ্রন্থিদল, টুটে আ'সে মজ্জা-বল,
নয়নের তারা দুটী হয় অতি দীন,
কলেবর পাংশুবর্ণ, অলস বধির কর্ণ
আতুর কণ্ঠের স্বর হ'য়ে যায় ক্ষীণ
ঝিম্ ঝিম্ সর্ব্বদেহ ধারণা-বিহীন।

৪

ধূম্র বর্ণ কুজ্ঝটিকা জগত বেড়িয়া,
রহিয়াছে চারিদিকে আঁখি আবরিয়া।
সে ভীষণ কুয়াসায়, সমগ্র মস্তিষ্ক ছায়,
মানস-মুকুরে আর ফুঠেনা জগত
প্রকৃতি-সুষমারাশি, হাসেনা মধুর-হাসি
কাফর চিন্তার স্রোত নাহি পায় পথ,
অবসন্নতায় ব্যাপ্ত হয় অবিরত।

৫

নিরন্তর ঝিম্ ঝিম্ নিঝুম শরীর,
বাসনা-লালসা-হীন হৃদয় মন্দির,
ঘোর জরা আসি ধীরি; দেহখানি ফে'লে ঘিরি,
পলিত গলিত বেশে কাতরতা ধনী
মরমে ঢালিয়া কায়, একেবারে মিলে যায়,
স্পন্দহীন হ'য়ে পড়ে ঢলিয়া অমনি
বিচ্ছিন্না-ব্রততী যেন পতিতা ধরণী।

৬

গুরুতর ভারগ্রস্থ হয় কলেবর,
পাষাণ চাপায় যেন দেহের উপর,
ভারবাহী হৃদি-মন, গুরু গুরু অনুক্ষণ,
অবশ-আলসে হাই তুলে অবিরত,
জীবনধারণ ভার, মহাভার এ সংসার,
গুরুভার চেপে আসি পতিত সতত,
পলিতা-প্রকৃতি-বুকে আর সহে কত ?

৭

অতি বৃদ্ধা-জরাগ্রস্থ-বিধবা-আকারে,
ধূমাবতীরূপী হও হৃদয়-আগারে,
গলিত-পলিত-কৃশা, কণ্ঠে নিদারুণ তৃষা

গ্লানিভরা-পয়োধর ঝুলে বায়ুভরে,
ল'য়ে চিতা-ধূম-ছায়া ধূম্রবর্ণ কর কায়া
বিষণ্ণতা-সূর্পখান শোভে বাম করে,
অবসাদ-পরভৃৎ রথধ্বজ পরে।

৮

কটিভগ্ন শ্রান্তিমগ্ন ঘনশ্বাস বয়
করশির অনুক্ষণ প্রকম্পিত হয় ;
দীপ্তিহীন নেত্রদ্বয়, কোটরে প্রবিষ্ট হয়,
দন্তহীন বদনের বিরাট ব্যাদান,
প্রকৃতি-প্রবৃত্তিচয়, গি'লেফেলে সমুদয়,
কটমট কটাক্ষেতে উড়ে যায় প্রাণ,
সুগভীর অসাড়ত্ব করে সম্প্রদান।

৯

রবি-সোম করে যথা সাগরের বারি,
উছলি জোয়ার তুলি ফে'লে নদীভরি,
জ্বলন্ত চিতার কর, সেইমত নিরন্তর,
আকর্ষণ করে শোক-সাগরের নীর,
সে নীর হইয়া স্ফীতা, তুলে ঘোর কাতরতা,
সবেগে প্লাবিত করে শোকার্ত্ত-শরীর,
তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায় হৃদয়-মন্দির।

১০

ঘূর্ণিত মস্তিষ্কধৃতি করে পরিহার ;
ছিন্নভিন্ন চিন্তা ফিরে ছায়ার আকার ;
আহ্নিক-গতির মত, কক্ষ-শিরে অবিরত,
উলটি পালটি সদা মেজাজ আকুল,
গড়াইয়া গড়াইয়া, অবসাদ জড়াইয়া,
মহাশ্রান্তি ক্লান্তিরাশি বিলায় বিপুল,
"বৈরাগ্য" আসিয়া শেষে হয় অনুকূল।



অষ্টম উচ্ছ্বাস।



বৈরাগ্য।

১

উদাস-আবাস-হৃদি, হতাশ-অন্তর,
বৈরাগ্য-বাতাসে পূর্ণ করে অভ্যন্তর;
সে বাতাসে উড়াইয়া, মন-মলা কুড়াইয়া,
ফে'লে দেয় অতিদূরে ভুবন বাহির,
নাহি সেথা শশধর, নাহি ফুটে তারা-কর,
স্বর্ণদ্যুতি সে প্রদেশে ঢালে না মিহির
এতদূরে ফে'লে নিয়া বৈরাগ্য-সমীর।

২

উর্দ্ধযান-বাষ্প শূন্যে তুলে ব্যোমযান,
পরিদৃষ্ট নাহি হয় ধরিত্রী-বয়ান;
বৈরাগ্য, হৃদয়ভরি, তুলে শূন্যে ত্বরাকরি,
হেরিতে না পারে আর এ ছার সংসার,
ব্যোমমার্গে ঘুরি ঘুরি, বেড়ায় হৃদয় ফিরি,
বহু-দূর-স্থিত জড়-পিণ্ডের আকার,
প্রদানে স্তিমিত কর সংসার-অসার।

৩

ঘোর মায়া-মোহ জাল ফেলাও ছিড়িয়া,
দারুণ বন্ধন হ'তে মুক্ত কর হিয়া,
অতৃপ্ত লালসারাশি, মহাশূন্যে যায় ভাসি,
বিলোল-বিলাস-বাঞ্ছা মিলায় বাতাসে,
সাধের বাসনা আর, নাহি ফুটে অনিবার,
হৃদয়-নিকুঞ্জবন আর নাহি হাসে,
রিপু-অলি গুঞ্জরে না গুণ্‌গুণ্‌ ভাষে॥

৪

নির্ব্বাণ বহ্নির শিখা শ্মশান-চিতায়,
সঙ্গে সঙ্গে আশা-রেখা অনন্তে মিলায়,
অনন্ত শূন্যের কোলে, লও হে হৃদয় তুলে,
সুখ দুঃখ বন্ধুরতা নাহি দেখা যায়,
সুমতি কুমতিদ্বয়, তারতম্য নাহি হয়,
হাসি কান্না ভেদাভেদ দূরে চলি যায়,
ভৌতিক দৈবিক বিশ্ব চরণে গড়ায়।

৫

"স্থান-অবরোধকতা"-জড়ত্বের গুণে,
অসার চিন্তার স্রোত নাহি বহে মনে,
উদাস ছায়ার মালা, অবিরত করে খেলা,
সংসারের অসারত্ব নিয়ত দেখায়,

বিশাল ব্যোমের গায়, একেবারে মি'লে যায়,
কমনীয়-কামনার সুকুমার-কায়
ভঙ্গুর-শরীর ত্যাগ করে মমতায়।

৬

শীত-ঋতু সমাগমে প্রত্যূষ-সময়,
ভুবন ভরিয়া যায় ঘোর কুয়াসায়
ভানু ফুটি উষা-কোলে, কনক-কিরণ-জালে,
বিদূরি কুয়াসা-মালা আলোক বিলায়
পুলকিত ভব-বাসী, অযাচিত-কররাশি
নবরাগে প্রকৃতির বয়ান ভাতায়,
কাতরতা বিদূরিত বৈরাগ্য-আভায়।

৭

বৈরাগ্য, বগলা-মুখী মহাবিদ্যাকারে
মন-রত্ন সিংহাসনে উর হৃদাগারে;
উদাস-হরিদ্রা-বাসে, পীতবর্ণ কায়া মিশে
মহাশক্তি-পীতবর্ণ-ভূষা-আভরণ
বীতস্পৃহা-ঈশ মুষল, শোভে তব করতল,
নিষ্কাম-চিকুর-গুচ্ছ শির সুশোভন,
ললাটে শশাঙ্ক-খণ্ড-নশ্বরত্ব-জ্ঞান।

৮

শুনাযায় অতিদূরে, ভিতরে হিয়ার
ধারণা-বীণার তারে উদাস-ঝঙ্কার,
অনিবার তারে তারে, খেলায় উদাস-সুরে,

উদারা ত্যজিয়া ক্রমে তারায় পয়াণ,
স'মে স'মে রাখিতাল, নৃত্যকরে মহাকাল,
হৃদয়—শ্মশান ভেদি উঠে সেই গান,
আজ্ঞাচক্র স্থিত-জ্ঞানে করয়ে আহ্বান।

৯

ধরণীর নশ্বরত্ব করি সপ্রমান,
বৈরাগ্য! বিপুল-বলে এই বিশ্বখান
তুলি বাম করে তায়, ফেলিমহাকাল-গায়,
তরঙ্গ-বিহীন-সুখ, কর উপভোগ,
সংসার বা স্বর্গ দ্বার, মূলাধার, সহস্রার,
ক্রিয়াহীন, ক্রিয়াবান্ মধুর সংযোগ
অথবা ভুলিয়া যাও সংযোগ-বিয়োগ!

১০

সকাম-কুটিল-পন্থা করি পরিহার,
নিষ্কাম-শরনিধরি হও আগুসার,
নির্ধূম-চিতার ছাই, অঙ্গ-রাগ হয় তাই,
হুঙ্কারিয়া সমীরণ বিভূতি মাথায়,
নাহি চাহ কারু পানে, চলিয়া আপন মনে,
কোলাহল হীন স্থান বিজন যথায়,
মিলাও নিজের কায় সে "নীরবতায়"।

নবম উচ্ছ্বাস।

নীরবতা

সংসারের কোলাহল, হলাহল প্রায়,
সভয়ে তেয়াগি মন বিজনে পলায়,
নীরব প্রকৃতি মুখে, লাবণ্য-লহরী সুখে,
ব্রীড়াভরে ক্রীড়া করে, বিলোল-গমনে,
নীরবে নেহালে ঘন; মহাশান্তি আকিঞ্চন
করে অবিরত হৃদি বসিয়া নির্জ্জনে,
সাংসারিক ক্রিয়াযত লুটায় চরণে।

২

বিঘোর-বিতৃষ্ণা আসি উপনীত হ'য়ে,
বিরলে হৃদয় খানি যায় চলি ল'য়ে,
অভিলাষ নাহি হয়, মনে আর নাহি রয়,
আর পুনঃ এ ধরায় ভোগ-সুখ-তরে,

আর চিত নাহি চায়, পরাণ বাঁচাতে হায়!
সংসার-লোলুপ-মায়া নাহি চায় ফিরে
অবিচ্ছিন্ন-নীরবতা বিরাজে ভিতরে।

৩

ঘোর লজ্জা আসি ঘেরে শোকার্ত্ত নয়ন,
নীরবে ফাটিয়া পড়ে হেরি বন্ধু-জন,
নীরব কণ্ঠের রব, নীরব চাঞ্চল্য সব,
দুঃখভরা নীরবতা মৃদুল গমনে,
সলজ্জ ভাবেতে আসি, মানস-সরসে ভাসি,
পশে গিয়া হৃদয়ের ব্যথা যেইখানে,
সম্বিত স্তম্ভিত হয় তার আগমনে।

৪

অনুপম সে সুষমা শোকার্ত্ত-নয়নে,
ব্যোম-গর্ভে ভুলে মনে ত্বরিত গমনে,
বিশ্বকেন্দ্রে হ'য়ে স্থিত, দেখায় "কারণ" যত,
ব্রহ্মডিম্ব পদতলে স্পন্দহীন ভাবে,
অনন্ত কারণ যত, নীরবে প্রসবে কত,
পলকে পলকে কার্য্য উদ্ভূত ভবে।
দেখায় এ হেন লীলা নীরবতা তবে।

৫

মহাকাল-মহাকায়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
সে অনন্ত-কার্য্য-চমূ নীরবেই হয়;
নীরবে কালের বুকে, নিয়তি নীরবে সুখে,
ঘোর-আবর্ত্তনে কেলি করে অবিরত,
ব্রহ্মাডিম্ব কত শত, ফুটি উঠে অবিরত,
জল বুদ্বুদের ন্যায় হয় পরিণত
সীমাহীন অন্তহীন ঘটনা এমত।

৬

দেখায় কখন শুধু ফেনিল সাগর,
বীচিমালা নীরব সে বুকের উপর,
শিশু এক সে সলিলে, নীরবে ভাসিয়া খে'লে,
অস্ফুটন্ত হাসি তার ফোটায় কখন—
কোটী বিশ্ব চরাচর, ফুটি উঠি, মনোহর
মাধুরিমা প্রকাশিয়া মোহে আত্মা-মন,
নীরব-ক্রন্দন-ভারে লুপ্ত বা কখন!

৭

হইয়া মাতঙ্গীরূপী নীরবতা-ধনী,
বিরাজে আত্মার মাঝে রূপসী রমণী;
নির্জ্জনতা-পদ্মাসন, লজ্জা-শ্যাম-সুবরণ,
মনের নিরুদ্ধ-গতি, লোহিত-বসন;

ভূত, ভাবি, বর্ত্তমান, ত্রিলোচন বিদ্যমান,
গাম্ভীর্য্য-মৃগাঙ্ক ভালে হয় সুশোভন,
দম-ধৃতি-চিন্তা-স্মৃতি ভূজ চারিখান।

৮

নীরবে কোমল-দৃষ্টি মহাশান্তি চায়,
নীরবে প্রকৃতি লীলা হৌক্ সমুদয়,
হৃদে সাধ এই হয়, বায়ু-ব্যোম্-তেজশ্চয়
ক্ষিতি-নীর মিশামিশি করুক নীরবে,
নীরবে খুলিয়া যাক্, অথবা পড়িয়া থাক্,
যে যেথা আছুক্ সেথা থাক্ সেই ভাবে,
কিম্বা যাক্ লীন হ'য়ে নীরবে এ ভবে।

৯

নীরবে রে মন! ধাও উধাও-ভাবেতে
চিন্তাফুল মধ্য স্থিত স্মৃতি-মধু পিতে,
ছুটাও নীরবে প্রাণ, দিক্ দম বলিদান,
ষড়্‌-রিপু, হিংসা, দ্বেষ, ভয়, অভিমান,
দম-ভূজে ধরি অসি, নীরবতা ফেল নাশি,
দৈত্য সম সচঞ্চল হিংস্রক বাথান,
নীরবে হেরুক্ নেত্র প্রকৃতি-বয়ান।

হউক নীরব বিশ্ব মহাকাল সনে,
স্রষ্টা, সৃষ্টি, হেতু, ক্রিয়া, লয় হোক্ মনে
মহানীরবতা-বুকে, শোকার্ত্তের শির সুখে
স্থাপি, শান্তি আকিঞ্চন করে যবে মন,
ওত-প্রোত-ভাবে চিত, হয় যবে অবস্থিত,
আত্মা হ'তে বাহিরায় প্রবোধ বচন,
সে "আত্ম-প্রবোধ" রাখে সৃষ্টি অনুক্ষণ।



দশম উচ্ছ্বাস

আত্ম-প্রবোধ।

বিশ্বকেন্দ্রে সমুদিত শশাঙ্ক মতন,
আজ্ঞা-কুটে ফুটি উঠে নির্ম্মল কিরণ;
সুস্নিগ্ধ আভায় তার, পুলকিত হৃদাগার,
হেরে, দূরে শান্তি যেন হেলাইয়া কায়,
স্নেহ-মাখা-চোখ-দিয়া, আছে যেন তাকাইয়া,
উদ্ভ্রান্ত-অন্তর শান্ত, শান্তির আশায়,
তন্ময় হইয়া শুনে কি বলে আত্মায়।

এত ভ্রান্ত কেন জীব অবিদ্যা-মায়ায়?
কেন এত দুর্ব্বলতা মোহ-ছলনায়?
নিত্য-সত্ত্ব-গুণাশ্রিত, যোগ-ক্ষেম বিরহিত,
হেন আত্মা কখনও লয় নাহি হয়,

পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত, পঞ্চভূতে সম্মিলিত
হয় দেহ, আত্মাসনে বিচ্ছেদ সময়,
তার তরে শোক করা উপযুক্ত নয়।

৩

বিজড়িত মূঢ়তায় রে চঞ্চল মন!
সৃষ্টির রহস্য-পানে ফিরাও নয়ন,
আদিতে অব্যক্তভূত, মধ্যে হয় প্রকাশিত,
অন্তেও ইন্দ্রিয়াতীত-অব্যক্ত নিশ্চয়,
এ হেন সৃষ্টের তরে, কেন তবে এ সংসারে,
সুখ দুঃখ অনুভূত হৃদয়েতে হয়?
বৃথা অনুশোচনাতে কিবা ফলোদয়?

৪

মহাকাল-সুবিশাল-করাল-কবলে,
কর্ম্মত্যক্ত-অভিব্যক্ত জীবকুল গিলে;
দেহ যবে এ ধরায়, কর্ম্মে অসমর্থ হয়,
কর্ম্ম অনুযায়ী জীব ত্যজি পুরাতন,
আত্ম-কর্ম্ম-অনুসারে, পশে নব-কলেবরে;
জীর্ণবাস ত্যজি যথা নূতন ধারণ,
পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে জীব করে বিচরণ।

৫

বাসনা-সলিলে চিত্ত ভাসে যতকাল,
যতকাল আবরিত থাকে মোহ-জাল,
যতকাল লালসায়, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষায়,
কোলাকুলি করে শুধু ভোগ-সুখ-তরে,
ততকাল ব্যাপি তার, জন্ম মৃত্যু বারবার
অবশ্যই হয় ভবে কর্ম্ম অনুসারে,
বাসনায় উৎসাদিতে যত যুগে নারে।

৬

বারিধির নীর যথা সৌর-করতাপে
প্রথমতঃ পরিণত হয় বাষ্পরূপে,
ক্রমে বাষ্প গাঢ় হয়, শূন্যে সঞ্চি মেঘচয়,
পুনঃ উদ্ভূতবারি জলদ হইতে,
বেগবতী নদী দিয়া, সাগরে মিলায় গিয়া
সাগর তেয়াগি যাহা পড়ে ধরণীতে,
জন্ম-মৃত্যু প্রাকৃতিক-খেলা এই রীতে।

৭

শান্তি-স্নিগ্ধ-নীল-বাস করি পরিধান,
আজ্ঞাচক্র-সরসীতে হও অধিষ্ঠান,
হৃদয়-জগতভরি, মহালক্ষ্মীরূপা হেরি,
ভুবন-আনন্দ-দাত্রী হসিত-বদনা,

পুলকে পূর্ণিত কায়, চারি চারুকর হয়
সম, দম, একাগ্রতা, বিমল-ধারণা,
সুমধুর প্রশান্ততা-কাঞ্চন-বরণা।

৮

রে অন্ধ-অন্তর! হের জ্ঞান-দৃষ্টি-বলে,
নিদারুণ ভ্রান্তি-নাশ হবে অবহেলে,
সৃষ্টির প্রারব্ধ-কালে, শরীরী প্রাণীর ভালে,
অত্যুজ্জ্বল রক্তাক্ষরে হয়েছে লিখন,
পূর্ণিমা-অমার মত, জন্ম-মৃত্যু অবিরত
হবে, যতকাল নহে নির্ব্বাণ সাধন।
নিয়তি-নেমির এই ঘোর-আবর্ত্তন।

৯

দ্বিদল-চণক সম পুরুষ-প্রকৃতি,
এক আবরণে ব্যাপ্ত অভিন্ন মূরতি,
পুরুষ নিষ্ক্রিয়াবান্, প্রকৃতিই কর্ম্মাধান,
বিজ্ঞান-নয়নে হের হে ভ্রান্ত অন্তর!
রূপান্তর কথা বই, প্রকৃতির সাধ্য নাই,
ছিল যাহা, আছে তাহা, জগত ভিতর,
প্রকৃতির লীলা-ছলে শুধু রূপান্তর।

১০

"মিলন" "বিচ্ছেদ" দুই মহাকার্য্য-ছলে,
প্রকৃতি লীলায় মগ্ন যোগ-মায়া-বলে,
অনু-রেণু আকর্ষণ, কভুকরে বিকর্ষণ,
কোন স্থান নিম্ন হয় অন্যোন্নত করি,
আঁধার-আলোকপ্রায়, দুঃখ-সুখ এ ধরায়,
কাঁদায় হাসায় জীবে দিবস শর্ব্বরী,
হে আত্ম-প্রবোধ! তুমি ঢাল শান্তি-বারী।

